ভগবতীগীতা।

অর্থাৎ

শ্রীমহাভাগবতোক্ত দুর্গামাহাত্ম্য

শ্রীপাদ ব্যাস মহাত্মাকে উমা[illegible] ক্রমে ইহাতে মূল

শ্লোক এবং

শ্রীযুক্ত [illegible] ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ভাষায় বিরচিত

হইয়া

ইদানীং

শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন দে ও শ্রীবিপ্রদাস মালাকার

ইহাদিগের অনুমত্যানুসারে বিদ্যাবাসিনী যন্ত্রে

মুদ্রিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৭৭।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

অথ ভগবতীগীতা।

শ্রীনারদ উবাচ।

শ্রুতিং দেব মহেশান যথা সা পরমেশ্বরী।
বভব মেনকা গর্ভে পূর্ণ ভাবেন পার্ব্বতী॥ ১।

নারদ বলেন বল দেব মহেশ্বর। পূর্ণরূপে পুত্রীভাবে গর্ভে মেনকার॥ সতী দেহ ছাড়িয়া যেরূপে করুণায়া। ভবভাবে হইল পার্ব্বতী মহামায়া॥ ১॥

শ্রুতং বহু পুরাণেষু জ্ঞেয়ন্তোপিচ যদাপি।
জন্ম কর্ম্মাদিকং তস্যা স্তথাপি পরমেশ্বর॥
শ্রোতুং সমিচ্ছতে ভূয়ো যতস্তং বেত্থিতত্ততঃ।
তস্মাত্বং মহাদেব বিস্তরেণ মহামতে॥ ২॥

তাঁর জন্ম কর্ম্ম বহু শুনেছি পুরাণে। তথাপি আমি তে ইচ্ছা করি তব স্থানে॥ পরমেশ পরম তত্ত্ব তুমি তত্ত্বজ্ঞান। পরমেশী তত্ত্বকথা ব্যক্ত নাহি মেন॥

নিস্তার করিয়া তত্ত্ব কহ মহেশ্বর। অনুগ্রহ করি দুঃখ দূর কর হর॥ ইহা শুনি চন্দ্রচূড় হরষিতমন। ভগবতী গীতা ব্যাসদেব প্রতি কন॥ ২॥

শ্রীশিব উবাচ।

ত্রৈলোক্যজননী দুর্গা ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
প্রার্থিতা গিরিরাজেন তৎপত্ন্যা মেনয়াপি চ॥
মহোগ্র তপসা পুত্রী ভাবেন মুনিপুঙ্গব।
প্রার্থিতাচ মহেশেন সতী বিরহ দুঃখিতেঃ॥ ৩।

ত্রিলোক জননী দুর্গা ব্রহ্ম সনাতনী। কন্যাভাবে সাধে গিরিনৃপ চূড়ামণি॥ তাঁহার ললনা উগ্র তপস্যা করিয়া। প্রার্থনা করিল পুত্রী হও হরপ্রিয়া॥ সতী বিরহেতে দুঃখী হইয়া মহেশ্বর। আপনি তপস্যা করি প্রার্থিলেন হর॥ তপস্যাতে বশ হৈয়া মহেশ মোহিনী। শরীর গ্রহণে ইচ্ছা করিলা আপনি॥ ৩॥

প্রস্থায় মেনকা গর্ভে পূর্ণ ব্রহ্মময়ী স্বয়ং।
তত্রঃ প্রাদুর্ভবিষ্যে মেনা রাজীব সদৃশাননা॥
সমুদ্রে তনয়াং দেবীং সুপ্রভাং জগদম্বিকাং।
ততোঃ স্বর্গাৎ পুষ্পবৃষ্টিঃ পতিতো মুনিপুঙ্গব।
পুণ্যগন্ধো ববৌ বায়ুঃ প্রসন্নাশ্চ দিশো দশ॥ ৪॥

পূর্ণ ব্রহ্মময়ী স্বয়ং ভাবিয়া আপনি। মেনকার গর্ভে

গিরিরাজ দিল বহুধন ॥ বস্ত্র অলঙ্কার আর গাভী দুগ্ধবতী। সহস্র করিল দান হরষিত অতি ॥ কন্যা দেখিবারে গিরিরাজ মহামতি। বন্ধুগণ সহিত চলিল শীঘ্রগতি ॥ গিয়া দেখে রূপে ঘর করিয়াছে আলো। জ্ঞান হয় কোটি ইন্দু উদয় হইল ॥ ৭ ॥

তদন্তমাগত্য স্বয়ং গিরীন্দ্রঃ মেনকা তদা।
প্রোবাচ তনয়াং পশ্য রাজন্ রাজীবলোচনাং ॥
আবয়োস্তপসা জাতাং সর্ব্বভূতহিতায় চ ॥ ৮ ॥

আগত গিরীন্দ্রে জেনে মেনকা তখন। কহে জন্মিয়াছে কন্যা দেখহ রাজন ॥ তোমার আমার তপ যোগে মহামায়া। সকল হিতার্থে জন্ম নিলা ভব জায়া ॥ ৮ ॥

তত্তস্তৎ রূপিণীং নিরীক্ষ্যেমাং জাতাং তাং জগদম্বিকাং।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ কৃতাঞ্জলিপুটস্থিতঃ ॥
প্রোবাচ বচনং দেবীং ভক্ত্যা গদ্গদয়া গিরা ॥ ৯ ॥

পরে হিমালয় ঐ তনয়া দেখিয়া। জগজ্জননী ইনি জানিলেন গিয়া ॥ ভূমে পড়ে করযোড়ে প্রণাম করিয়া। কহিলেন ভক্তিভাবে গদগদ হৈয়া ॥ ৯ ॥

হিমালয় উবাচ।

কাত্বং মাতর্বিশালাক্ষি চিত্ররূপা শুভলক্ষণা।
নজানে ত্বামহং বৎসে যথাবৎ কথয়স্ব মাং ॥ ১০ ॥

ছিন্ধি হৃৎসংশয়ং বিদ্ধি সর্ব্বদেব ময়ীং পিতঃ। ১৩।
দেবী বলে দিব্যচক্ষু দিই গিরিবর। দেখহ আমার এইরূপ মহেশ্বর॥ ছেদন করহ হৃদপদ্মের সংশয়। সর্ব্বদেব ময়ীপিতা জানহ নিশ্চয়॥ ১৩॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বাতং গিরিশ্রেষ্ঠং দত্ত্বা বিজ্ঞান মুত্তমং। স্বরূপং দর্শয়ামাস দিব্যং মাহেশ্বরং তদা॥ ১৯॥

নারদের প্রশ্নে শিব হইয়া সদয়। গিরি গৌরী সম্বাদকারণ ব্যক্তি কয়॥ এই কথা গিরিবরে কহিয়া ভবানী। উত্তম বিজ্ঞানদান করিলে তখনি॥ দিব্য মহেশ্বর রূপ দেখান যখন। গদ গদ হয় গিরি আনন্দিত মন॥ চমৎকার দেখা তার দেখে লাগে ভয়। যে দেখে তাহার ভব দুঃখ দূর হয়॥ ১৪॥

শশিকোটি প্রভং চারুচন্দ্রার্দ্ধকৃত শেখরং।
ত্রিশূলবর হস্তঞ্চ জটা মণ্ডিত মস্তকং॥
ভয়ানকং ঘোররূপং বিস্মিতো হিমবানপুনঃ।
প্রোবাচ বচনং মাতঃ রূপমন্যৎ প্রদর্শয়॥ ২০॥

কোটি হিমকর করে শোভিছে তিমির। অর্দ্ধেচন্দ্র শশধর অর্দ্ধকৃত শির॥ ত্রিশূল ধারণ হস্তে নানা শিরে জটা। ভয়ানক ঘোররূপ যেন ঘনঘটা॥ বিস্ময়

তখন সকল দিকেতেই হস্ত পদ ধরে। সকল দিকেতে মুখ শিরো অক্ষি করে ॥ পরম ঐশ্বর রূপ অতি মনোহর। রূপ দেখি মুদে আঁখি তবে মহীধর ॥ বিস্ময়ে প্রফুল্লমন পড়েছে কাঁফরে। কি কহিতে কি কহিল শ্রীকৃষ্ণর করে ॥ প্রণাম করিয়া দিল জননীর পায়। কৃতাঞ্জলি পুটে পুন হিমগিরি কয় ॥ ২০ ॥

হিমালয় উবাচ।

মাতস্তবেদং পরমং রূপমৈশ্বর মুত্তমং।
বিস্মিতোস্মি সমালোক্য রূপমন্যৎ প্রদর্শয় ॥ ২১

তোমার ঐশ্বর্য্য এইরূপ মনোহর। জননী আশ্চর্য্য বড় দেখিলাগে ডর ॥ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম আমি। রূপ অন্য আমাকে দেখাও পুন তুমি ॥ ২১ ॥

ত্বমনাথা সংশোচ্যোহপি ধন্যশ্চ পরমেশ্বরি।
অনুগৃহ্নীষ্ব মাতর্মাং কৃপয়া ত্বাং নমোনমঃ ॥ ২২

তুমি যারে জননী হইয়াছ অনুকূল। সেই ধন্য শোকশূন্য নাহি তার তুল ॥ অনুগ্রহ কর মা আমাকে কৃপাকরি। নমস্কার বহুবার করি মহেশ্বরি ॥ ২২ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা পিত্রা শৈল রাজেন পার্ব্বতী।
তদ্রূপমপি সংহৃত্য দিব্যং রূপং সমাদধে ॥ ২৩ ॥

মহেশ কহেন শুন নারদ তপস্বী। এইকথা গিরিরাজ

তব সূক্ষ্মতম রূপ শুদ্ধ বুদ্ধময়। যাকে পরাৎপর তত্ত্ব বেদ শাস্ত্রে কয়॥ জ্ঞান পায়ে শান্ত হয়ে যোগীগণ কয়। পরম মুক্তি সেই রূপ মাত্র হয়॥ বাক্য মন অগোচর সেই রূপা শিবে। ত্রিলোকে বীজ নষ্টবীজা যেবা ভাবে॥ ভক্তিকরি পায়ে ধরি করি নমস্কার। বিশেষ বরদে মোরে তার এ বার॥ ২৭॥

উদ্যৎ সূর্য্য সহস্রাভং মম গৃহেজাতাং স্বয়ং লীলয়া। দেবী মষ্ট ভুজাং বিশাল নয়নাং সাদেন্দু মৌলিং শিবাং। উদ্যৎ কোটিশ শাঙ্ককান্তি নয়নাং বালাং ত্রিনেত্রাং শিবাং। ভক্ত্যা ত্বাং প্রণমামি বিশ্ব জননীং দেবী প্রসীদাম্বিকে॥ ২৮।

অষ্ট ভুজ লীলাসাজে দেবী বিশ্বেশ্বরী। বিশাল নয়ন বালা ইন্দু শিরে ধরি॥ উদিত সহস্র ভানু সেরূপ শোভা। মম ঘরে জন্ম ধারে হর মনোলোভা॥ উদিতেন্দু কোটি জিনি নয়ন উজ্জ্বল। ত্রিলোচনা ললনা ভাবিয়া আকুল॥ প্রণাম করিল বিশ্ব জননীর পায়। অম্বিকে প্রসন্না হও ভক্তিভাবে কয়॥ ২৮

কপালে রক্তাভ্রি গণ্ডিতমলং জাগেন্দ্র ভূষো জ্বল ঘোরং পঙ্কমুখাযুজং জিনকরৈ ভীষণ

সমু ভাসিতং চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিত মস্তকং মুকুটো
জুষ্টং শরণ্যে শিবে ভক্ত্যাহং প্রণমামি বিশ্ব
জননী ত্বং মে প্রসীদাম্বিকে॥ ২৮

রজতপর্ব্বত আভা তব রূপ খানি। কত মণি জিনি
আলো যেন শ্বেতমণি॥ ঘোর পঞ্চমুখায় ভীম
ত্রিনয়নে। কিবা শোভা মনোলোভা দেখিতেছি
মনে। শশিখণ্ড চিহ্ন শিরধৃত জটাভার। আমাকে
শরণ্য শিবে রাখ এইবার॥ বিশ্বমাতা ভক্তি করে
নতি করি পায়। অম্বিকে প্রসন্না তুমি হও মা
আমায়॥ ২৯।

রূপং শারদচন্দ্রকোটি সদৃশং দিব্যাম্বর
শোভনং। দিব্যৈরাভরণৈর্বিরাজিত মলং
কান্ত্যা জগন্মোহনং। দিব্যৈর্বাহুচতুষ্টয়ৈ
র্যুক্ত মহং বন্দে শিবে ভক্তিতঃ। পাদাব্জং
জননী প্রসীদ নিখিল বুহ্মাদি সেবক্তে। ৩০।

শরদের কোটি শশি তুল্য রূপ তব। দিব্য বস
নে শোভা হয়েছে কি কব॥ সুশোভন মণিময় আভ
রণ গায়। দ্যুতিভরে জগতেরে মুগ্ধ করে রয়॥
দিব্যপাণি চারি খানি যুক্ত আছে যায়। ভাবিলে
তারক ভক্ত মুক্তি পদ পায়॥ বন্দনা করিয়ে শিবে
পাদপদ্ম তব। জননী প্রসন্না হও অম্বিকার ভাব॥

কলয়ে নবনীরদ দ্যুতিরুচিং কল্পাক্ত মেত্রো জ্বলং। কান্ত্যাবিশ্ববিমোহনং স্মিতমুখং রত্নাঙ্গদৈর্ভূষিতং। বিভ্রাজদ্বনমালয়া বিলসিতোরস্কং জগত্তারিণি। ভক্ত্যাহং প্রণতোস্মি দেবি কৃপয়া দুর্গে প্রসীদাম্বিকে ॥ ৩১ ॥

সজল জলদ রুচি রুচি আছে যার। সে রূপের তুলনা তোমার নাহি আর। প্রফুল্ল জলদ জিনি নয়ন উজ্জ্বল। লাবণ্য শরদে যেন ফুটেছে কমল॥ শোভাতে সবার মন করয়ে মোহিত। রতন অঙ্গদ ভূষা বদন সুস্মিত॥ সুনির্ম্মলা বনমালা বিরাজিত গলে। দেখে মুখ মুদি আঁখি হিমালয় বলে॥ জগজ্জননী দুর্গে দুর্গতিনাশিনি। আমি অতি দীন হীন ভক্তি নাহি জানি॥ কৃপাকরি মহেশ্বরি মোরে কর দয়া। প্রণাম করিগো পদে শুন ভবজায়া॥ ৩১॥

মাতঃ কঃ পরিবর্ণিতুং তব গুণং রূপঞ্চ বিশ্বাত্মকং শক্তো দেবিজগত্রয়ে বহুমুখো দেবো থবা মানবঃ। তৎকীং স্বল্পমতী ব্রবীমিকরুণাং কৃত্বা সকীয়ৈর্গুণৈঃ মোমাং মোহয়ং মায়য়া পরময়া বিশ্বেশী তুভ্যং নমঃ॥ ৩২ ॥

ত্রিজগতে নানা মতে নর ও অমর। বহু কালে শব্দে

মিলে তারে নিরন্তর ॥ কেবা শক্ত কেবা নাস্ত রূপ মা তোমার। বিশ্বময় যারে কয় কহিবে কী তার ॥ আমি অতি অল্পমতি বলিব কি আর। আমাকে মায়ায় মুগ্ধ নাহি কর আর ॥ কন্যা করিয়া নিজ গুণে বিশ্বেশ্বরী। রাখ তব পদে হছ নমস্কার করি। ৩২।

অদ্যমে সফলং জন্ম তপশ্চ সফলং মম।
যত্ত্বং ত্রিজগতাং মাতা মৎপুত্রী ত্বমুপাগতা ॥

অদ্য জন্ম সফল মা হইল আমার। তুমি পিতা বলিয়া ডাকিছ বারম্বার ॥ তপস্যা সফল মোর হয় এত দিনে ॥ মমসত্ত বিশ্বমাতা হৈলে নিজগুণে। ৩৩।

ধন্যোহং কৃতকৃত্যশ্চ মাতস্ত্বং নিজ লীলয়া। নিত্যাপী মদ্গৃহে জাতা পুত্রীভাবেন বৈ যতঃ। ৩৪।

জন্ম ধরে মম ঘরে নীতা মহামায়া। কন্যাভাবে মোরে পিতা বল ভবজায়া। জননী তোমার জন্ম খেলিবার ছলে। আমি ধন্য কত পুন্যমান্য এতকালে। ৩৪

কীং ব্রুবং মেনকায়াশ্চ; ভাগ্যং জন্ম শতার্জ্জিতং। যতস্ত্রী জগতাং মাতুঃ রপীমাতা ভূবেত্তব। ৩৫।

মেনকার ভাগ্য মোরা কি বলিতে পারি। শতজন্মার্জ্জিত হেতে পুণ্যভারি ॥ জগতের মাতা জননী তব

জাতা তিনি। কতকালে কত পুণ্য করেছে মেধনী। ৩৫

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং গিরীন্দ্র তনয়া গিরি রাজেন সংস্তুতা।
বভব সহসা চারু রূপিনী পূর্ব্ব বপু নে। ৩৬॥

শিব কহে এইরূপে গিরিন্দ্র তনয়া। গিরিন্দ্র বচনে স্তুতা হৈয়া ভয়জায়া॥ দেখীতে দেখীতে মনোহর মূর্ত্তি ধর। পূর্ব্ব রূপ সহসা হইল মায়া করণ ৩৬।

মেণকাপি কিলোকৈাবং বিস্মিতা ভক্তি সংযুক্তা
জাত্বা ব্রহ্মময়ীং পুত্রীং প্রাহ গদ্গদয়াগীরা। ৩৭

মেনকাও এইরূপ দেখিয়া আপনি। বিস্ময় পাইয়া বড় করে সেই ধনী॥ ইনি ব্রহ্মময়ী পুত্রী ভাব মাত্র জানে। কহীছে গদ্গদ বাক্যে ভক্তিযুক্ত মনে। ৩৭॥

মেণকোবাচ॥

মাতস্তুতিং ন জানামি ভক্তিযাজ্ঞ গদম্বীকে।
তথাপ্যাহ মনুগ্রাহ্যা তয়া নিজ গুণে নহি। ৩৮।

মেণকা বলিছে মাতা আমি বামাজাতি। কিছুই নাহিক জানি তব ভক্তি স্তুতি।। তথাপি আপন গুণে জগত মোহিনী। অনুগ্রহ করে মোরে বলেছ জননী

ত্বরা জগদিদং কর্ম্ম জমেবৈ তৎফল প্রদা।
জমাধার স্বপাচ সর্ব্বস্যা প্যাধি তিষ্ঠতি। ৩৯

তুমি এই জগৎ জগৎ কর্ত্রী তুমি। কর্ম্মতে কর্ম্মের

কল দাত্রী জানি আমি ॥ সর্বের আধার রূপা তুমি গো জননী। স্থূল সূক্ষ্মরূপে জগৎ ব্যাপিছ আপনি॥

দেব্যুবাচ॥

ত্বয়া মাতুঃ সুধা পিত্রা পানেনা বাঞ্ছিতা স্বয়ং। মহোগ্র তপসা পুত্রীং লব্ধং মাং পরমেশ্বরীং ॥ ৪০॥

দেবী বলে শুন মাতা গিরি সহচরী। তোমার সহিত ঐ পিতা হিমগিরি ॥ ঘোর তপস্যাতে বশ্যা আমাকে করিল। পুত্রী আমি হব এই লব্ধ বর হইল॥ ৪০ ॥

যুবয়োস্তপসস্তস্য ফলদানায় লীলয়া। নিত্যাপ্যবতরাং জন্ম গর্ভে তব হিমালয়াৎ। ৪১

তোমাদের সেই তপস্যার ফল দিতে। আমি নিতে জন্ম তব গর্ভে গিরি হৈতে ॥ তব ক্রোড়ে খেলিবারে এসেছি জননী। তোমাদের পিতারে মুক্ত করিব আপনি ॥ ৪১ ॥

শ্রীমহাদেবউবাচ॥

তচ্ছ্রুত্বা গিরিজস্তাং দেবীং প্রণিপত্য পুনঃ পুনঃ। পপ্রচ্ছ ব্রহ্ম বিজ্ঞানং প্রাঞ্জলি মুনিসত্তম ॥ ৪২ ।

শিব কন পশ্চাৎ গিরিন্দ্র মহামতি। পুনর্ব্বার প্রণাম

করিয়া দেবী প্রতি॥ জিজ্ঞাসা করিল ব্রহ্মজ্ঞান কারে বলি। মুনিবর ধরাধর হইয়া পূটাঞ্জলি। ৪২।

হিমবানুবাচ॥

মাতস্তু বহুভাগ্যেন মমজাতাসি কন্যকা।
ব্রহ্মাদৌ দুর্লভা যোগী দগম্যা নিজ লীলয়া।

হিমালয় কয় মাতা তুমি মহামায়া। বহুভাগ্যে মোর তুমি হইয়াছ তনয়া। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি গো দুর্লভা। যোগীর অগম্যা অম্ব নিজ লীলা প্রভা॥ ৪৩।

অহং তব পদাম্ভোজং প্রপন্নোস্মি মহেশ্বরী। যথাঞ্জসা তরিষ্যামি সংসারা পারবারিধিং। তস্মাত্তং সাধিমাতর্মাং ব্রহ্মবিজ্ঞান মুত্তম॥ ৪৪।

আমি তব পাদপদ্মে আছি দাস ভাবে। মহেশ্বরী কৃপাকরি তারিবে মা কবে। অপার সংসার পারাবারে করে ভয়। অনায়াসে বিনা ক্লেশে তরি যেন তায়॥ সেই হেতু জননী তোমাকে আমি বলি। যাহাতে কালের কাল হও মহাকালী॥ অই ব্রহ্ম বিজ্ঞান উত্তম মোরে দিয়া। সাধনা করাও হৃদ পদ্মেতে থাকিয়া। ৪৪।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

বক্তঃ। শ্রুতি স্মৃত্যাদিবিতৈঃ স্বীয়ৈঃ বর্ণাশ্রম
বর্ণিতৈঃ। সর্ব্বযজ্ঞ স্বপোদানে র্মামেবহি
সমর্চ্চয়েৎ॥ ১৮

পূজা যজ্ঞ আদি যত দৈব কর্ম্ম আছে। সকলি করি
বে যথা বিধিতে লিখেছে॥ সকলি কহিছে শ্রুতি
স্মৃতিতে যে কথা। আছয়ে কথন তাহা না হবে অ
ন্যথা॥ বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আশ্রম শ্রেষ্ঠ মুনি। ইহা
রবর্ণন করে মুল শাস্ত্র জানি॥ অই অনুসারে জপ
যজ্ঞ দান দিয়া। আমাকে করিবে পূজা ভক্তিযুক্ত
হৈয়া॥ ১৮ ॥

জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তি র্ভক্তি র্জ্ঞানস্য কা
রণং॥ ধর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তি ধর্ম্মো যজ্ঞা
দি কোমতো॥ তস্মান্মুমুক্ষু র্ধর্ম্মার্থং মদেহং
রূপমাশ্রয়েৎ॥ ১৯॥

সাযুজ্য সাযুজ্য আদি মুক্তি আছে যত। জ্ঞান হৈ
তে জন্ম পাইয়া জাত করে কত॥ ভক্তি শক্তি ভক্ত
হৈতে সেই জ্ঞান হয়। পশ্চাৎ জননী তনু আপনি
উদয়॥ ধর্ম্ম হৈতে হয় ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম যুক্ত। ধর্ম্মকে
জানিবে জপ যজ্ঞ আদি যত॥ সেই হেতু ধর্ম্ম জন্য
মুক্তি ইচ্ছু যত। আমার আশ্রয় হেতু হইবে তৎপর।
সর্ব্বাকারাহ মেবৈকা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহা।

নাহি-জানি। নিজগুণে প্রকাশিলা ও জননী॥
বিদ্যাবলি কাবে মাতা কেমন আকার। যাহা হৈতে
হয় মুক্তি জীবের নিস্তার॥ অথবা কি বস্তু তিনি বু
ঝিতে না পারি। আমার সাক্ষাতে তাহা বল মহে
শ্বরী॥ ১॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

শৃণু তাত প্রবক্ষ্যামি যা সংসার নিবর্ত্তিকা।
বিদ্যা তস্যাঃ স্বরূপং তে সংক্ষেপেন মহা
মতে॥ ২॥

পার্ব্বতী বলেন শুন পিতা হিমালয়। তিনি জন্ম
মৃত্যুহরা বিদ্যা তারে কয়॥ তাঁহার স্বরূপ বলি
সংক্ষেপ করিয়া। তত্ত্ব প্রাপ্তি মহামতি শুন মন দিয়া॥

বুদ্ধি প্রাণমনো দেহাহঙ্কৃতীন্দ্রিয়তঃ পৃথক
অদ্বিতীয় শ্চিদাত্মাহং শুদ্ধএবেতি নিশ্চিতং।

বুদ্ধি প্রাণ মন দেহ আর অহঙ্কার। ইন্দ্রিয় হইতে
পৃথক আমি শুদ্ধাকার॥ দ্বিতীয় রহিত চিদানন্দ
আত্মা আমি। আমা হৈতে ত্রিজগতে নাহি আর
স্বামী॥ কোন হইতে নয় একথা নিশ্চয়। বিদ্যা
বলি তাহারে শুনহে গিরিরায়॥ এই বিদ্যা অবি
দ্যারে করিয়া সংহার। মুক্তিপদ জীবেরে দিয়া ছুড়ায়
সংসার॥ [illegible]

বিচ্ছিদ্যমানে দেহেঽপি নাশ্মকারেঽস্য
জায়তে ॥ ১৩ ॥

আত্মা সদাশুচিস্বয়ং পর্ণ আর অবতার। নিত্য সুখ সদানন্দ বিগ্রহ তাহার॥ জন্মমৃত্যু জরা আদি নাহিক তাহার। জগতে নির্লিপ্ত কত্ত শোক অপহার॥ দেহ যদি কোন রূপে নষ্ট হৈয়া যায়। অপকার কদাচ আত্মার নাহি যায়॥ পাঁচে পাঁচ মিশাইবে হবে পুনর্ব্বার। ইহাতে আত্মার কেন হবে অপকার॥ ১৩॥

যথা গৃহস্থবক্ষস্য নভসঃ নাপি লক্ষ্যতে।
গৃহেষু দগ্ধমানেষু গিরিয়া অন্তৈর্বহি॥ ১৪॥

যেমন আকাশ থাকে গৃহের অন্তরে। গৃহদাহ হৈলে তার কি করিতে পারে॥ তেমনি শরীর যদি শৃগালাদি খায়। তাহাতে জীবের অপকার নাহি হয়॥ ১৪॥

হন্যাচেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতঃ।
তাবুভৌ আত্মহৃদয়ৌ নায়ং হন্তি ন হন্যতে।
স্বস্বরূপং বিদিত্বৈবং দেহং ত্যক্ত্বা সুখী
ভবেৎ॥ ১৫॥

আত্মা মারে মরে আত্মা ইহা যারা মানে। এই জনের অতিশয় ভ্রান্তি মনে॥ আত্মা জগতের কর্ত্তা

অন্যো বা কোঽপি দেহেঽস্মিন্ দুঃখভোক্তা
মহেশ্বরি । এতন্মে কথিতং তত্ত্বং যদীচ্ছে যদান্
ব্রূহি ॥ ১৮ ॥

আর কেবা আছে এই দেহ অধিকারী । দুঃখভোগী বুঝি সেই হবে মহেশ্বরী ॥ যদি অনুকূল মোরে হইয়া থাকিবে । ইহার যথার্থ তবে আমারে কহিবে ॥ ১৮ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ :

নৈব দুঃখী হি দেহস্থ আত্মনোঽপি পরা-
ত্মনঃ । তথাপি জীবো নির্লেপো মোহিতো
মম মায়য়া ॥ সোঽহং দুঃখীতি, স্মরন্মে
বাভিমন্যতে ॥ ১৯ ॥

ভবানী কহেন বাণী শুনহ হর । তত্ত্ব লাগি দুঃখভাগী দেহ নহে জান ॥ পরশিব এই জীব লিপ্ত নহে গুণে । তথাপি মায়ার বদ্ধ হইয়া এই মানে ॥ আমি সুখী দুঃখী আমি আমার স্বজন । আপনি হইয়া বদ্ধ বদ্ধ করে মন ॥ মম মায়া মহাকায়া ছায়া যথি লাগে । ভবপার হওয়া ভার পড়া জপ যাগে ॥ ১৯ ॥

অনাদ্যা চিৎ স্বরূপা জগন্মোহনকারি-
ণী । যাভিমাত্রেণ হি সমস্ত ভুবা সঞ্জায়তে

সর্ব্বেন্দ্রিয়াদি সান্নিধ্যাৎ দীপ্তো হ্যাত্মাপি তথা
গতিঃ ॥ ২২ ॥

রক্তপুষ্প কাছে যদি থাকে শুভ্রহার। পুষ্পের আভাতে রক্তবর্ণ হয় তার॥ সত্যত যেমন শুভ্রহার শুভ্রময়। সঙ্গি হৈলে সঙ্গ দোষ আপনি ঘটায়॥ তেমনি আত্মার এই সংসার আভাস। বুদ্ধ্যাদি নিকটে আসি হয় সর্ব্বনাশ॥ বস্তুতঃ পরম তিনি শুদ্ধ সত্ত্বকায়। নিত্যানন্দ সদা সুখী শ্রুতি শাস্ত্রে কয়॥ ২২

মনো বুদ্ধিরহঙ্কারো জীবস্য সহকারিণঃ।
স্বকর্ম্মবশতস্তাত ফলভোক্তারমন্বতে। ২৩

মন বুদ্ধি অহঙ্কার যত মায়াচারী। জীবের নিকটে আছে হৈয়া সহকারী॥ আপনার করে কর্ম্ম জীবকে ভুলায়। কর্ম্মবশে তারা শেষে ফল ভাগী হয়॥ ২৩॥

সর্ব্বং বিষয়িকং তাত সুখঞ্চ দুঃখমেব বা।
মনস্তু ভুঙ্‌ক্তে নাত্মা নির্লেপঃ প্রভুরব্যয়ঃ। ২৪।

সকল বিষয় সুখ দুঃখ আদি যত। মন বুদ্ধি অহঙ্কার আদি তাহে রত॥ বিষয়ে নির্লিপ্ত জীব জগতের প্রভু। অব্যয় আত্মার পিতা ভোগ নাহি কভু॥ ২৪॥

সৃষ্টিকালে পুনঃ পূর্ব্ববাসনা মানসৈঃ সহ।

স্বর্গাদি কামঃ কৃত্বাপি পুণ্যং কর্ম বিধা
নতঃ। প্রাপ্য স্বর্গং পতত্যেব ভুয়ঃ কর্ম
প্রচোদিতঃ ॥ ২৯ ॥

স্বর্গাদি কামনা করে পুণ্য কর্ম কায়। জপ যজ্ঞ তপো হোম বিধি অনুসারে। স্বর্গ পায়্যা সুখী হয়ে পুন ভূমিতলে। পড়ে নর সত্বর কামনা কর্ম ফলে ॥ ২৯

তস্মাৎ সৎসঙ্গতিং কৃত্বা নিত্যানন্দ পরায়ণঃ।
বিমুক্ত সঙ্গঃ পরমং সুখ মিচ্ছতি চঞ্চলঃ ॥ ৩০ ।

সেই হেতু সাধুসঙ্গ করিবেক নর। ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাসেতে হইবে তৎপর ॥ কুসঙ্গ করিলে ভক্ত সুখ সঙ্গ পাবে। ফলসঙ্গ ছিন্ন করি ক্রমেতে ছাড়িবে ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে শ্রীভগবতীগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে ষোড়শোধ্যায়ঃ ॥ ১৬

মহাভাগবত নাম যে মহাপুরাণ। উপনিষৎ যোগ শাস্ত্রে যাহে বর্তমান ॥ তাহাতে আছয়ে বিদ্যা ভগবতীগীতা। সমাপ্ত ষোড়শাধ্যায় তার শুন পিতা ॥ হলাহল ঝলমল করে যার গলে। পড়ে কাল কালিকাল যার পদতলে ॥ হরদাস মন আশ ত্রাশ নাশ পায়। ভবভয় নাশহর ভাবিলেক যায় ॥ কালী পাদপদ্মবনে মন অলি হৈয়া। লুটিয়ে বনের মধু প্রাণে

করিয়া ॥ পাইলে পানিতে মধু মায়াবদ্ধ নারে ॥ পদ্ম না থাকিলে মধু নিতে কি পারে ॥ অতএব পাদপদ্মে মগ্ন হও মন। আমি দীন ভক্তিহীন নাহি মম গুণ ॥ নিজ গুণে তনয় কহ প্রবন্ধ সংসার। তুমি বিনা মম আর ভাবিছু কি তার ॥

হিমালয় উবাচ।

দুঃখস্য কারণং দেহঃ পঞ্চভূতাত্মকঃ শিবে।
তৎপ্রবিরহে দেহী ন দুঃখং পরিভূয়তে ॥
সোহয়ং সংজায়তে মাতঃ কথং দেহো মহেশ্বরী। ক্ষীণপুণ্যঃ কথং জীবো জায়তে চ পুনর্ভুবি। তদ্ব্রূহি বিস্তরে নাশু যদিতে মর্য্যনুগ্রহঃ ॥ ১ ॥

হিমালয় কয় শিবে শুন গো বচন। অনুগ্রহ মোরে যদি করিছ এখন। তবে এই প্রশ্ন মোর বিস্তার করিয়া শীঘ্রগতি মমপ্রতি বল হরপ্রিয়া ॥ দুঃখের কারণ দেহ পঞ্চভূতময়। তবে কেন তাহার বিরহে দুঃখ হয় কিরূপে উৎপন্ন দেহ হয় হরজায়া। ক্ষীণপুণ্যে কেন জীব ধরে পুনঃ কায়া ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ক্ষিতির্জ্জলং তথা তেজো বায়ুরাকাশমেবচ।
এতৈঃ পঞ্চভিরারব্ধো দেহোয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ।